দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

43

ডাকসু নির্বাচন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট ভিসি'র খোলা চিঠি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সহযোগিতা কামনা করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ

(১ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

খোলা চিঠি

(১ম পৃঃ পর)

গতকাল (রবিবার) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নিকট খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। দীর্ঘ পত্রে ভিসি লিখিয়াছেন: ১২ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের ফসল হিসাবে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সংসদীয় গণতন্ত্র। ইতিমধ্যে দেশের ৪টি পৌর কর্পোরেশনের সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে সহ-শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় ডাকসু ও হল সংসদসমূহের গুরুত্ব সমধিক। নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় সন্ত্রাস, অস্ত্রের ব্যবহার ও পেশীশক্তির আধিপত্য ঘটে এবং মেধাবী তরুণেরা ছাত্র নেতৃত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ান। সুষ্ঠু নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ গুরুত্বের কারণে কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৯১ সালেও ডাকসু এবং হল সংসদসমূহের নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল এবং সকল প্রস্তুতি সত্ত্বেও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের অসহযোগিতার কারণে তখন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায় নাই। সেই পরিস্থিতি স্মরণ রাখিয়া এইবার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনেক আগেই প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৯৩ সালের আগষ্টমাস হইতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, হল প্রভোষ্ট, এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহিত আলোচনা শুরু হয় এবং অক্টোবর মাস হইতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেণ্ডার, গ্রীষ্মকালীন অবকাশ, কোর্স সমাপ্তির অগ্রগতি এবং সকল পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ পর্যালোচনা করিয়া নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। প্রথমে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চিন্তা করা হয়। জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ছাত্র সংগঠনসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১২ই এপ্রিল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং সকল পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হয়। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য সকল হলে বৈধ ছাত্রদের নির্বিঘ্নে বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন প্রবীণ শিক্ষককে চীফ রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহাকে সহায়তা করার জন্য নয়জন প্রবীণ শিক্ষককে নিয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং তাহাদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে নির্বাচন পরি চালিত হয়। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ বা অবকাশ নাই।

পত্রে ভিসি আরও বলিয়াছেন, "দীর্ঘ ৪ বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে বিধায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। প্রায় সব কয়টি ছাত্র সংগঠন নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করিয়াছে। দেশের রাজনৈতিক দলবিধি অনুযায়ী প্রতিটি ছাত্র সংগঠন এক একটি রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন হিসাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মূল রাজনৈতিক সংগঠনও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করিতে পারে। এই লক্ষ্যে আপনাদের সকল প্রকার সহযোগিতা কামনা করিতেছি।"

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে আজ (সোমবার) দুপুরে ভি সি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। ছাত্রলীগ (ম-ই) এই বৈঠকে যোগদান করিবে না বলিয়া গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছে।